দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৪

# মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের ৫৬ হাজার মামলা

॥ নিজামুল হক ॥

দাবি আদায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের দায়ের করা ৫ হাজার ৯৮৬টি মামলা এখনো আদালতে বিচারাধীন। প্রতিদিন এ মামলার সংখ্যা বাড়ছে। মামলার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তা সামাল দিতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরকে। শিক্ষকরা বলছেন, দাবি আদায়ে নিরুপায় হয়ে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন। তারা মামলায় জয়ী হতে আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, আইনজীবীদের পেছনে ব্যয় করছেন লাখ লাখ টাকা। যদিও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা অধিদপ্তরগুলো বলছে, শিক্ষকরা অযৌক্তিক দাবি আদায়ে মামলা দায়ের করছেন। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, সরকারি আইনজীবী নিয়োগে নানা (১৫শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

## মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে

(১৬ পৃঃ পর)

জটিলতা এবং আদালতে সরকার পক্ষ থেকে জোরালো ভূমিকা না রাখার কারণে অধিকাংশ মামলায় শিক্ষকরা জয়ী হচ্ছেন। ফিরে পাচ্ছেন এমপিও এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বেতন-ভাতা। শিক্ষকদের দায়ের করা মামলা নিষ্পত্তিতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ সমন্বয় সভায় মামলা পরিচালনায় আইন মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি আইনজীবী নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা ইত্তেফাককে জানান, দাবি যৌক্তিক হোক বা অযৌক্তিকে হোক দুইটি কারণেই শিক্ষকরা মামলা দায়ের করেন। বেশিরভাগ মামলায় বাদি করা হয়েছে শিক্ষা সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে। কোথাও কোথাও মামলা করা হয়েছে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে। শিক্ষা অধিদপ্তরের আইন শাখার এক কর্মকর্তা ইত্তেফাককে জানান, প্রতিমাসে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে ৩০টি মামলা হচ্ছে। আর নিষ্পত্তি হচ্ছে মাত্র এক বা দুইটি। এভাবে প্রতিমাসে নিষ্পত্তি কম হওয়ায় মামলার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর জন্য যে সংখ্যক শিক্ষক প্রয়োজন তার চেয়ে ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত শিক্ষক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেয়েছেন। দলীয় সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধিমালা উপেক্ষা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগ করে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের নিয়োগ অবৈধ প্রমাণ হওয়ায় বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ কারণে শিক্ষকরা বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানান, যোগ্যতা ও মেধা বিবেচনা না করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দেয়ার কারণে প্রতিমাসে সরকারকে গুনতে হচ্ছে প্রায় ৫০ কোটি টাকার বেশি। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে স্বীকৃতি নবায়ন, শিক্ষক নিয়োগ, পাবলিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রাপ্তি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকলেও বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে তা মানছে না। পরবর্তীতে এ অনিয়মের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় শিক্ষামন্ত্রণালয়। মূলতঃ এ অবস্থান থেকে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু।

সরকারি এক জরিপে দেখানো হয়েছে, দেশের ৩৭২টি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে, ৯৪৮টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ২৬২টি দাখিল মাদ্রাসায়, ৩৩টি আলিম মাদ্রাসায়, ১ হাজার ৩৬০টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মধ্যে ৭৯৭টি কলেজ, ডিগ্রী পর্যায়ের ১৮১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালা অনুসারে ন্যূনতম শিক্ষার্থী নেই। অথচ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি বেসরকারি স্কুল-কলেজ পরিদর্শন এবং তদন্তের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে বিভিন্ন কলেজ-স্কুলে পরিদর্শনে গিয়ে এসবের তদন্ত করে অনিয়মের প্রমাণ পায়। পরে ওই সব প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করার সুপারিশ করে। শিক্ষামন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর নিরীক্ষা অধিদপ্তরের এ সুপারিশ বাস্তবায়ন করে।

**দুর্বল আইন শাখা:** শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ শাখা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। মাউশিসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার ফাইল তৈরিসহ সার্বিক কাজ তদারকির জন্য আইন শাখায় রয়েছে মাত্র তিনজন প্রভাষক। চুক্তিভিত্তিক একজন আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে, যিনি সপ্তাহে দুই-তিনদিন মাউশিতে এসে মামলার বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। যা পর্যাপ্ত নয়। আইন-শাখার কর্মকর্তাদের অভিযোগ, তারা সরকারি আইনজীবীদের সহায়তা পাচ্ছেন না। প্রতিদিনই নতুন নতুন মামলা হচ্ছে। কিন্তু মাসে মাত্র দু-একটি মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করছেন, আইন শাখা দুর্বল হওয়ায় অধিকাংশ মামলায় হেরে যেতে হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপিকা মাহফুজা বেগম বলেন, মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা নিষ্পত্তিতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।